দৈনিক খবর

তারিখ 23 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৫

৫ খবর

প্রসঙ্গ ঃ বেসরকারী শিক্ষক ও নতুন জাতীয় বেতন স্কেল

প্রিন্সিপাল এ কে এম শহীদুল্লাহ

সমগ্র বাংলাদেশের শতকরা ৮৯ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী এখনো পর্যন্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে বাকী মাত্র ১১ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সারা দেশের মোট ৮৭৪টি কলেজের মধ্যে ২২৩টি সরকারী বাকী ৬৫১টি বেসরকারী। মোট ১০৮৬৯টি স্কুলের মধ্যে ৩০৭টি সরকারী বাকী ১০৫৬২টি বেসরকারী। ৫৮৭৩টি মাদ্রাসার মধ্যে ৩টি সরকারী বাকী ৫৮৭০টি বেসরকারীভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৪৮ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪৪ লাখ ছাত্র-ছাত্রী পড়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাকী ৪ লাখ ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করে সরকারী প্রতিষ্ঠানে। মোট ২ লাখ ৩৩ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে ২ লাখ ১৫ হাজার কর্মরত রয়েছেন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর বাকী মাত্র ১৮ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

সংখ্যাগত দিক থেকে ১৯৭৮ সাল থেকে বিগত ১২ বছর সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা পর্যায়ে বৈষম্য মোটেই কমেনি বরং তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। চলতি অর্থ বছরের (১৯৯১-৯২) বাজেটে রাজস্ব খাতে সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজের জন্য ব্যয় বরাদ্দের দিকে লক্ষ্য করলেই তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সরকার চলতি বছরে ২২৩টি সরকারী কলেজের জন্য বাজেট বরাদ্দ রেখেছেন ৭৫ কোটি ৩৫ লাখ টাকা এবং ৬৫১টি বেসরকারী কলেজের জন্য রেখেছেন ৫০ কোটি ৭০ লাখ টাকা। যার অর্থ দাঁড়ায় সরকার এ বছর গড়ে প্রতিটি সরকারী কলেজের জন্য ব্যয় করবে ৩৩ লাখ ৭৮ হাজার টাকা, মাসে ব্যয় করবে ২ লাখ ৮১ হাজার টাকা এবং দৈনিক ব্যয় করবে ৯ হাজার ৩শ' ৬১ টাকা। অপরদিকে একটি বেসরকারী কলেজের জন্য এ বছর সরকারের ব্যয় হবে ৭ লাখ ৯৭ হাজার টাকা, মাসে ব্যয় হবে ৬৬ হাজার ৪শ' ৮০ টাকা এবং দৈনিক ব্যয় হবে ২ হাজার ২শ' ২৩ টাকা। ৩০৭টি সরকারী স্কুলের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪৩ কোটি ৩১ লাখ টাকা এবং ১০৫৬২টি বেসরকারী স্কুলের জন্য রাখা হয়েছে ২০৪ কোটি ১৪ লাখ টাকা। যার অর্থ একটি সরকারী স্কুলের জন্য সরকার বছরে গড়ে ব্যয় করবে ১৪ লাখ ১০ হাজার টাকা, মাসে ব্যয় করবে ১ লাখ ১৭ হাজার টাকা এবং দৈনিক ব্যয় করবে ৩ হাজার ৯শ' ১৬ টাকা। অপরদিকে একটি বেসরকারী স্কুলের জন্য এ বছর গড়ে সরকারের ব্যয় হবে ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা, মাসে ব্যয় হবে ১৫ হাজার ৯শ' ১৫ টাকা এবং দৈনিক ব্যয় হবে ৫শ' ৩০ টাকা। এই বৈষম্যের খতিয়ানটি সরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের পূর্বেকার চিত্র। সম্প্রতি সরকারী পর্যায়ে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর করার ফলে এবং বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তা কার্যকর না করায় বেসরকারী শিক্ষকদের বেলায় বৈষম্যের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

অবশ্য ওপরে উল্লেখিত বৈষম্যের চিত্র এটা কোনভাবেই প্রমাণ করে না যে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন সমস্যা নেই। সরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা বড় একটা না থাকলেও প্রমোশন রুলস, রিক্রুটমেন্ট রুলস, পিএসসি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের টানাপোড়েনে সরকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে চরম অচলাবস্থা এবং শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।

দেশের সিংহভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীকে বেসরকারী পর্যায়ে রেখে অল্প কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীভাবে পরিচালিত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমল থেকে সৃষ্ট অযৌক্তিক ও অন্যায় বৈষম্য কোন দিনই দূর হবে না এ যুক্তি ও বাস্তবতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের দেশব্যাপী এক ব্যাপক শিক্ষক আন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়ার সরকার সর্বপ্রথম ১৯৭৯ সালে বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য বেতনক্রম প্রণয়ন ও প্রবর্তনের লক্ষ্যে তদানিন্তন মন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কেবিনেট কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে 'সমযোগ্যতা, সমঅভিজ্ঞতা, সমদায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এক এবং অভিন্ন হবে' এই নীতিমালা সরকারীভাবে গ্রহণ করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করে এবং উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে বেসরকারী শিক্ষকদের সরকারী শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৮০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে জাতীয় বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক স্তরের শতকরা ৫০ ভাগ বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কার্যকর করে। ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন আমলে সরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদেরকে শতকরা ৩০ ভাগ মহার্ঘভাতা প্রদানের সাথে সাথে উক্ত ৩০ ভাগ মহার্ঘভাতা বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও কার্যকর করা হয়। ১৯৮৫ সালে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তনের পর সরকারী শিক্ষকদের অনুরূপ জাতীয় বেতন স্কেল বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও কার্যকর করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে বেতন বাবদ উক্ত সরকারী মঞ্জুরী হার ৫০% থেকে বাড়িয়ে ৭০% উন্নীত করা হয়। ১৯৮৯ সালে সরকার দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও জীবন যাত্রার ব্যয়ভার বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে সরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ১০ ভাগ মহার্ঘভাতা বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও কার্যকর করা হয়।

এমনকি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে চলতি বছরে (১৯৯১) জানুয়ারী মাসে সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ১০ ভাগ মহার্ঘভাতাও বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কার্যকর করা হয়েছে।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন তুলবেন বেসরকারী শিক্ষকদের [illegible] স্কেলের দায়িত্ব সরকার কেন নিতে যাবে? তার জবাবে আমাদেরও প্রশ্ন সরকার কি শুধু ১০/১১ ভাগ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জন্য? তা হলে কি সিংহ ভাগ (৮৯%) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য আরেকটি বেসরকারী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে?

কারণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা তার দালান কোঠার উন্নয়ন হয়ত আশা করা যায় কিন্তু শিক্ষকদের রুটি-রুজির বা ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর ছেড়ে দেয়া যে কোন অবস্থাতেই সমীচীন নয় এ কথা বোধ হয় নতুন করে বলার আর অপেক্ষ রাখে না।

এ ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির অংশ হিসেবে ২ নং অনুচ্ছেদের ১৭(ক) ১৩০ ধারা উল্লেখযোগ্য। তাতে বলা হয়েছে ঃ The state shall adopt effective measures for the purposes of establishing Uniform, mass-oriented and universal system of education. The state shall adopt effective measures to remove Social and economic inequilities between man and man and to ensure the equitable distribution of wealth amongst citizens and of opportunities in order to attain a uniform level of economic development throughout the republic.

বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির অংশ হিসেবে উপরিউক্ত ধারাসমূহের মধ্যে দিয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার ঘোষিত ও বিধৃত হয়েছে।

শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা সংক্রান্ত ইউনেস্কো/আইএলও-এর সুপারিশের ৭ নং এবং ১০ (সি) ধারায় বলা হয়েছে ঃ "All aspects of preparation and employment of teachers should be free from any form of discrimination." এবং ১০ (সি) ধারায় বলা হয়েছে ঃ "Since education is a service of fundamental importance in the general public interest it should be recognised as the responsibility of the state."

ইউনেস্কো/ আই এল ও-এর উপরোক্ত দু'টি ধারায় শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদার ক্ষেত্রে যাতে কোন বৈষম্য না থাকে এবং শিক্ষা যেহেতু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিবেদিত সেহেতু সুস্পষ্ট ভাষায় শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ কথা হয়ত অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশের মত হাজারো সমস্যায় জর্জরিত একটি সরকারের পক্ষে শিক্ষার সার্বিক দায়িত্বভার এই মুহূর্তে গ্রহণ করার সামর্থ্য নেই কিন্তু তাই বলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলের অন্যায় ও অযৌক্তিক বৈষম্য দূর করে এক ও অভিন্ন গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার সরকার ১৯৭৯ সালে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে সরকারী- বেসরকারী শিক্ষকদের এক ও অভিন্ন বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করে যে ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে কার্যকর করেছিলেন তা বিগত ১২ বছর যাবৎ ধারাবাহিকভাবে সামরিক সরকার এবং তার পরবর্তী সরকার এমনকি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও কার্যকর করেছেন। শহীদ জিয়ার উত্তরসূরি ও তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার-বেসরকারী শিক্ষক সমাজকে তাদের ন্যায্য পাওনা অর্থাৎ নতুন জাতীয় বেতন স্কেল থেকে বঞ্চিত করবেন শিক্ষক সমাজ অবশ্যই তা আশা করে না।